দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

৫৮

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষকালে চেয়ার-টেবিল ভাঙ্গায় ব্যস্ত কর্মীরা -মোহাম্মদ আলম

# জগন্নাথ ভার্সিটিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে আহত অর্ধ শতাধিক

॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

গতকাল শনিবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে উভয় সংগঠনের অর্ধ শতাধিক নেতা-কর্মী আহত হয়। দুই ঘন্টাব্যাপী ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় দিগ্বিদিক ছুটতে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। প্রথমবর্ষের ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে এসে সংঘর্ষের কবলে পড়ে নবীন শিক্ষার্থীরাও। ভর্তি ফরম বিতরণ বন্ধ হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বেলা ১১টার দিকে রসায়ন বিভাগের (৭ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

## জগন্নাথ ভার্সিটিতে (প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্রদল কর্মী রাহুলের সাথে একই বিভাগের ছাত্রলীগ কর্মী মেহেদীর বাকবিতণ্ডা হয়। ছাত্রদল কর্মীরা মেহেদীকে মারধর করে গুরুতর জখম করে। ঘটনার জের ধরে দুপুর ১টার দিকে ছাত্রলীগ কর্মীরা ভাস্কর্যের সামনে ছাত্রদল কর্মী আসলামের উপর হামলা করে। তার মাথা ফেটে যায়। ছাত্রদল নেতা মোহসিনের নেতৃত্বে ছাত্রদল কর্মীরাও ছাত্রলীগের উপর হামলা চালায়। ছাত্রলীগ পিছু হটে অবকাশ ভবনের নীচতলায় আশ্রয় নেয়। ছাত্রদল অবকাশ ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ক্যাম্পাসে মিছিল করে। ভাস্কর্যের কাছে সমাবেশে মিলিত হয়। পরে তারা কলা অনুষদে গিয়ে জড়ো হয়। এ সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ ক্যাম্পাসে উপস্থিত হলে ছাত্রলীগও সংগঠিত হয়ে মিছিল শুরু করে। মিছিলটি কলা অনুষদের গেটের কাছে গেলে ছাত্রদল মিছিলে হামলা করে। ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালালেও ছাত্রদল কোন ছাড় দেয়নি। চেয়ার-টেবিলের ভাঙ্গা পায়া ও লাঠি-সোটা নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। ছাত্রলীগের শান্ত, দ্বীপ, মেহেদী ও মিঠুন গুরুতর জখম হয়। ছাত্রলীগের বায়েজীদ মসজিদে আশ্রয় নিলে ছাত্রদল কর্মীরা টেনে বের করে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস ত্যাগের নির্দেশ দেয় এবং শিক্ষক, কর্মচারি ও সাংবাদিক ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ বন্ধ করে দেয়।

ছাত্রলীগের আহতরা হচ্ছে : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ, প্রচার সম্পাদক সৈকত, আইয়ুব, আকাশ, ওমর ফারুক, জাহিদ, নাদীম, ইকবাল, লিটন, জুনায়েদ, খায়রুল, দানেশ, আরিফ, মনির, সাইফুল, হাসু, সুজন, আনিস, রুহুল আমীন, আমিনুল, আবদুর রহিম, জুয়েল, জসিমউদ্দীন, শান্ত, মেহেদী, দ্বীপ, বায়েজীদ ও মিঠুন। শান্ত, মেহেদী, দ্বীপ, বায়েজিদ ও মিঠুনকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

আরিফ, ইমন ও আসলাম। আসলামকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন বলেন, জগন্নাথে ছাত্রলীগ দৃঢ় অবস্থানে আছে। ছাত্রদল সভাপতি এবিএম পারভেজ রেজা বলেন, আমরা শক্ত

অবস্থানে আছি। ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেন, ছাত্র সংঘর্ষের সময় ডিনদের সঙ্গে বৈঠকে ছিলাম। আমি কিছু জানি না। তবে শুনেছি ছাত্রদল ছাত্রলীগের সাথে